দৈনিক জনকণ্ঠ
০9 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাপনী উৎসব

"যেতে নাহি দিব হায়
তবু যেতে দিতে হয়
তবু চলে যায়"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই সর্বজনীন উক্তি সত্যি জীবনের পরতে পরতে মিলে যায়। একদিকে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ও বহুকাঙ্ক্ষিত সার্টিফিকেট পাবার আনন্দ, অপরদিকে যৌবনের মূল্যবান সময় অতিবাহিত করা স্মৃতিবিজড়িত ক্যাম্পাস ত্যাগের বিরহ এবং সামনে বেকার জীবনের তীব্র জ্বালা। সকলের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার। আনন্দ এবং বেদনার সংমিশ্রণে যেন মহাসমুদ্রের মতো সব একাকার হয়ে গেছে। সবাই গতিময় চলার পথের এক চূড়ান্ত ক্রান্তিলগ্নে

দোলণ হাবিব

দাঁড়িয়ে। জীবনের একটি মূল্যবান অধ্যায় শেষ করে শুরু করতে যাচ্ছে আরেকটি সংগ্রামী অধ্যায়।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৮-৮৯ সেসনের সব অনুষদের অনার্স পাসকৃত পাঁচ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী '৯৩-র ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর দু'দিনব্যাপী আয়োজন করে আকর্ষণীয় সমাপনী উৎসবের। উৎসব কমিটির আহবায়ক নাজমুল করিম খানের পরিচালনায় শীতের সকালে অডিটোরিয়ামের মুক্তমঞ্চ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফারুক। বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে একদিনের কল্পিত রাধা-কৃষ্ণ (রত্না জাভেদ) এবং রাজা-রাণী (খোকন ও ফাতেমা) সেজে ছাত্র-ছাত্রীরা র‍্যালিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। রোটারেক্ট ক্লাব, বাকৃবি শাখা আয়োজন করে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী। আমতলায় ঐতিহ্যবাহী 'হাউকাউ' এবং সন্ধ্যায় অডিটোরিয়ামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে প্রাণের স্ফুরণ ঘটায়। বন্ধনহীন মুক্তপরিবেশে সে কি এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। দ্বিতীয় দিনের প্রধান আকর্ষণ ছিল ছাত্র বনাম ছাত্রী প্রীতি-ফুটবল খেলা। অবশ্য বল সুট করতে গিয়ে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।

বর্ণাঢ্য সমাপনী উৎসবের র‍্যালিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা
- ছবিঃপ্রতিবেদক

যারা ১৯৮৫ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল তাদের নিয়েই ক'দিন আগে সমাপনী উৎসবের আয়োজন করা হয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বছরের অনার্স কোর্স সম্পন্ন করতে আটটি বছর লাগল। অর্থাৎ প্রতি শিক্ষাবর্ষে গড়ে পুরো দু'বছর থাকতে হয়েছে। সঙ্গত কারণেই ১৯৮৯ সালের বিদায়ী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো ১৯৯৩-এ। ফলে সেসনজটের জালে আটকা পড়ে এবার সৃষ্টি হয়েছে বিদায় জট।

দীর্ঘ সময়ে ক্যাম্পাসের অনেক অজানা ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য বহন করে চলে যাচ্ছে। তাদের জীবনের নিতান্তই আপন কিছু কথা জানার জন্য মুখোমুখি হই ক'জন তরুণ-তরুণীর। আবেগে আপ্লুত হয়ে বর্ণনা করেন হৃদয় নিংড়ানো কিছু অভিব্যক্তি। কৃষি অনুষদ থেকে পাসকৃত নীলুফা সুলতানা নীলু বলেন- আমি যদি আবার সেই আট বছর আগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী হতাম তা হলে আমাকে আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে চলে যেতে হতো না। কি মজাই না হতো। একটি গুরুতর সমস্যা উল্লেখ করে ডিভিএম, ফ্যাকাল্টির নুসরাত আফরিন বলেন- আমি যে বন্ধু-বান্ধবের সাথে হাসি, গল্প করি; পরদিন শুনি তাদেরই একজনের হাতে আরেকজনের জীবন প্রদীপ নেভে গেছে। এ ঘটনাকে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করি, ক্লাস করি, পরীক্ষা দেই। কিন্তু এর কি পরিবর্তন করা যায় না? সব সময় হাসি-খুশি, অত্যন্ত মিশুক, সুকণ্ঠী সাইদ ভাই সর্বদা গানের ভুবনে ডুবে থাকতে ভালবাসেন। ছাত্রনেতা খোকন সমাপনী উৎসবে একদিনের রাজা সেজে বিদায়লগ্নে রাজকীয় আনন্দ পেতে চাইলেও প্রতি মুহূর্তে সেসনজটের অভিশাপ তাকে বিচলিত রেখেছে। তবে, বেশকিছু ছাত্র-ছাত্রী ছাত্রজীবন শেষে বিয়ের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে কৃষিবিদ পছন্দ করেন বলে জানান।

আট বছর আগে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে সকলে একত্রিত হয়েছিল। আবার সকলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। কোন বন্ধু হয়তো একই অফিসে চাকরি করবে, কারও সাথে দেখা হতে পারে বিশ বছর পর। আবার কারও সাথে কোনদিন আর না ও দেখা হতে পারে।

তাই সব ছাত্র-ছাত্রী শেষবারের মতো কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে একটি স্লোগানে মেতে ওঠে-

আমরা সবাই কৃষিবিদ
বাঁচি দেশের জন্য
অঙ্গে মোদের মাটির গন্ধ
ধন্য মোরা ধন্য।

> *একদিকে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ও বহু কাঙ্ক্ষিত সার্টিফিকেট পাবার আনন্দ, অপরদিকে যৌবনের মূল্যবান সময় অতিবাহিত করা, স্মৃতিবিজড়িত ক্যাম্পাস ত্যাগের বিরহ এবং সামনে বেকার জীবনের তীব্র জ্বালা সকলের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার। আনন্দ এবং বেদনার সংমিশ্রণে যেন মহাসমুদ্রের মতো সব একাকার হয়ে গেছে। সবাই গতিময় চলার পথের এক চূড়ান্ত ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে। জীবনের একটি মূল্যবান অধ্যায় শেষ করে শুরু করতে যাচ্ছে আর একটি সংগ্রামী অধ্যায়। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৮-৮৯ সেসনের সব অনুষদের অনার্স পাসকৃত পাঁচ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী '৯৩-র ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর দু'দিনব্যাপী আয়োজন করে আকর্ষণীয় সমাপনী উৎসবের।.... আট বছর আগে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে সকলে একত্রিত হয়েছিল। আবার সকলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। কোন বন্ধু হয়তো একই অফিসে চাকরি করবে, কারও সাথে দেখা হতে পারে বিশ বছর পর। আবার কার সাথে কোনদিন আর না-ও দেখা হতে পারে।*